"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার থেকে জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য মায়ার সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হও, এখানকার জীবনমুক্তই ওখানকার জীবন মুক্তির পদ প্রাপ্ত করতে পারে"

*প্রশ্নঃ - এই জ্ঞানের বীজ হলো অবিনাশী -- কিভাবে?

*উত্তরঃ - এই জ্ঞানের দ্বারা সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হয়, ওই রাজধানী অনেক বড়, যে আত্মারা একবারও এই জ্ঞান প্রাপ্ত করে যদি মাঝে ছেড়েও চলে যায়, তবুও তারা অন্তিমে এসে যাবে, কেননা তাদেরও রাজধানীতে আসতেই হবে । যার মধ্যে অল্পও এই জ্ঞানের বীজ বপন হয়েছে, সে এসে যাবে । সে যেতেই পারবে না । এই কথাই এই জ্ঞানকে অবিনাশী সিদ্ধ করে ।

*গীতঃ- ভোলানাথের মতো অনুপম আর কেউ নেই....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন নিজের প্রাণেশ্বর ভোলানাথের সম্মুখে বসে আছে আর তারা ভালোভাবেই জানে যে, এই অসীম জগতের মালিক ভোলানাথের কাছ থেকে আমরা আবার স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি । বুদ্ধি তাঁর কাছেই চলে যায় যে, বরাবর বাবার দ্বারাই আমরা বাবার ঘরে চলে যাই। বাবা আমাদের ডেকে নিয়ে যেতে এসেছেন, সাজন যেমন সজনীকে ডাকতে থাকে । এক সাজন এসে সমস্ত সজনীদের ফুলে পরিণত করেন। তাঁর নামই হলো - পতিত পাবন কিন্তু বাচ্চারা বাবাকে ভুলে যায় । এই ভুলে যাওয়াও ড্রামার ভিতরেই আছে । বাবা এসে সব রহস্যই বুঝিয়ে বলেন। তোমাদের মতো লাকী নক্ষত্রদের পদ বাবার থেকেও উঁচু । বাবা যেমন ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তেমনই তোমরাও ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। তোমরাও এই বাবার সাথেই ছিলে । বাচ্চারা, এরপর তোমাদের তো এই পার্ট প্লে করতেই হয় । তোমরা জানো যে, আমরা বৈকুন্ঠনাথ হওয়ার জন্য ত্রিলোকীনাথের কাছে এসেছি । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরাও এই সময় ত্রিলোকীনাথ, আর আমিও ত্রিলোকীনাথ। এরপর যখন সত্যযুগ আসে, তখন তার নাথ তোমরা হও, আমি হই না । আমি আসিই তোমাদের আত্মাকে রাবণের দুঃখ থেকে মুক্ত করতে । রাবণের কাছ থেকে তোমরা অনেক দুঃখ পেয়েছো । এই ড্রামাকে তো বাচ্চারা বুঝতে পেরে গেছে । এই ড্রামাতে চার যুগ নয়, পাঁচ যুগ আছে । চার যুগ হলো বড়, আর সঙ্গম যুগ হলো লীপ যুগ। এই নলেজও বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত, কেননা তোমরা জ্ঞানের সাগরের বাচ্চা হয়েছো । ভক্তিমার্গে তাঁর মহিমা করা হয় । তুমি হলে জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর। এই মহিমা আবার বৈকুন্ঠনাথের হয় না । তাঁকে আবার বলা হয় -- সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ....। এই কলিযুগে তো এমন কেউ থাকে না, তাহলে অবশ্যই কোনো একজন এমন তৈরী করেন, তিনি এসেছিলেন। তাই স্বর্গের মালিক কেবল তোমরাই হও। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর যে সূক্ষ্মবতনবাসী দেবতারা আছেন, তাঁদেরও যুগল দেখানো হয় প্রবৃত্তি মার্গ দেখানোর জন্য। তাই স্বর্গও এখানেই হয় । ব্রাহ্মণ বর্ণ থেকে তোমরা দেবতা বর্ণে আসবে তারপর ক্ষত্রিয় বর্ণে আসবে ।

যে বাচ্চারা চালাকচতুর হয়, তারা খুব ভালোভাবে পড়াতে মনোযোগ দেয় । অজ্ঞান কালেও যখন বাচ্চা হয়, তখন মনে করা হয় যে উত্তরাধিকারী এসেছে । তোমরাও তো মাম্মা - বাবা বলো, তাহলে উত্তরাধিকারীই হলে, তাই না । গান্ধীকে যেমন বাপু বলা হতো, এমনিতে তো ভারতে অনেককেই মাতা - পিতা বলা হয় । বয়স্ক মানুষদের পিতাজী বলা হয় । সে কেবল বলার জন্য বলে দেয় । ইনি তো সকলেরই বাপু জী । প্রাণেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত আত্মাদের ঈশ্বর হলেন বাবা । বাবা বললে উত্তরাধিকারের খুশী হৃদয়ে এসে যায় । এমন খুশীর অনুভব তোমাদের আসে । বাচ্চারা তোমাদের এই অনুভূতিও পুরুষার্থের নাম্বার অনুসারেই আসে । বরাবর অসীম জগতের পিতা এসে রাজযোগ শেখান। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর তো আর রাজযোগ শেখাতে পারেন না । এ হলো ভগবান উবাচঃ । তাই বুদ্ধি উপরে চলে যায়, কেননা জানে যে -- ফাদার উপরেই থাকেন। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো যে -- আমরাও ওখানকারই অধিবাসী । এখন আমরা সেই প্রাণেশ্বরের সম্মুখে বসে আছি । বাবা যখন সম্মুখে বসে স্মরণ করিয়ে দেন, তখন তোমরা নিশ্চিত করো -- বরাবর ইনি কোনো সাধু - মহাত্মা নন, আমরা মাতা - পিতার সম্মুখে বসে আছি । তোমরা কেন তাঁর হয়েছো ? মাতা - পিতার থেকে ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য। নিশ্চয়তা যদি না থাকে তাহলে কেন বসে আছো ? কারণ জানা চাই। না জেনে কেউ কারোর সম্মুখে বসে থাকতে পারে না । দুনিয়াতে তো একেকজনের পরিচিতি হয় -- ইনি সন্ন্যাসী, ইনি গভর্নর.....। এখানে এই বাবা তো হলেন গুপ্ত। এখন বুঝতে পারে যে, পরমপিতা পরমাত্মা পরমধামে থাকেন। তাই তাঁর সম্বন্ধে সর্বব্যাপীর কথা উঠতেই পারে না । আত্মা স্মরণ করে -- ও গড ফাদার! নিজেই যদি পরমাত্মা হতো, তাহলে

কিসের জন্য ডাকতো? খুব অল্পই বোঝার মতো কথা কিন্তু মায়া এমনই বানিয়ে দেয় যে, বুঝতেই পারে না। যে কথা মুখ দিয়ে বলে দেয়, তার উপরই বিশ্বাস করে না। মায়া সংশয় বুদ্ধি করে দেয়। মানুষ ডেকেও থাকে -- ও গড ফাদার, আর তারপর বলে, আমিই ফাদার, তাহলে ডাকে কেন? ফাদার অক্ষর তো বাচ্চারাই বলবে। স্মরণ তোমাদের একজনকেই করতে হবে। তোমরা এখন সম্মুখে বসে আছো। তোমরা জানো যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মার হয়ে গেছি। তাঁর থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। এখন তো ভুলে যাবে না, তাই না।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, অশরীরী হও, পবিত্র হও। আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি। দেবতাদের সামনে মানুষ গেয়েও থাকে -- আমি নির্গুণ এবং হেরে যাওয়া মানুষের মধ্যে কোনো গুণ নেই। দেবতাদের মহিমা করে আর নিজেদের নীচ - পাপী মনে করে। অবশ্যই পূর্বে নির্বিকারী দুনিয়া ছিলো। তাকে স্বর্গ - শিবালয় বলা হতো। শিব বাবার স্থাপন করা স্বর্গ। ভারতবাসী জানেও যে, স্বর্গ আছে, কিন্তু ভারতই স্বর্গ ছিলো, সেখানে আদি সনাতন দেবী দেবতারা রাজত্ব করতেন -- একথা ভুলে গেছে। কারোর মৃত্যু হলে বলে থাকে -- স্বর্গে গেছেন। স্বর্গ তো থাকে সত্যযুগে। কলিযুগে তো থাকেই না। খবরের কাগজে যখন লেখা হয় যে, স্বর্গে গেছেন, তখন তোমরা জিজ্ঞেস করো - স্বর্গ কোথায় আছে ? মনে করে - পরমধামে পরমাত্মার কাছে গেলো, ওখানেই স্বর্গ। না হলে বলে, নির্বাণধামে গেছেন অথবা আবার বলে থাকে - জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে। শব্দের কতো হেরফের। ওই জায়গাকে বলা হয় ব্রহ্ম মহাতত্ব। এ হলো আকাশ তত্ব। একে মহাতত্ব বলা হবে না। মহাতত্ব হলো -- ব্রহ্ম মহাতত্ব, ব্রহ্মাণ্ড, আমরা আত্মারা যেখানে ডিমের মতো থাকি। বাবাও সেখানেই থাকেন। তাকে পরমধাম বলা হয়। বাকি ব্রহ্মে কেউই লীন হতে পারে না। বাচ্চাদের অনেক পয়েন্টস বুঝিয়ে বলা হয়, যেহেতু তোমরা সম্মুখে বসে আছো। আর ভক্তরা তো ভগবানকে খুঁজতে থাকে।

তোমরা জানো যে, ভক্তিমার্গে সবথেকে বেশী ভক্তি কে করে? অবশ্যই যারা প্রথমে পূজ্য ছিলেন, তারাই আবার প্রথমে পূজারী ভক্ত হয়। একথা কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো। এমন গাওয়াও হয় -- তুমিই পূজ্য, তুমিই পূজারী কিন্তু ওরা মনে করে পরমাত্মা বাবাই নিজে পূজ্য আর পূজারী হন। এ তো ভুল। বাবা এসে বাচ্চাদের উচ্চ মহিমা যোগ্য বানান, কিন্তু সকলেই স্বর্গের জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করবে না। জীবনমুক্তি তখন প্রাপ্ত করবে যখন মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। জীবনমুক্ত অর্থাৎ মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত। এমন নয় যে, সবাই সত্যযুগে চলে আসবে। সত্যযুগে তো তারাই যাবে, যারা রাজযোগ শেখে। জ্ঞানমার্গে তো কতো বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হয়। মীরার তো এতো বন্ধন ছিলো না। তিনি কেবল বলতেন -- শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে হবে তাই পবিত্র হবো। তোমাদের তো কৃষ্ণপুরী যেতে হবে। ওই মীরা ছিলো ভক্ত শিরোমণি। তোমরা হলে বিজয়মালা শিরোমণি, যেই বিজয়মালার পুজো করা হয়। ভক্তের মালার কোনো পুজো করা হয় না। যারা ভারতকে স্বর্গ বানায়, তাদের মালারই পূজা করা হয়। ভক্তরা, তোমরা এই বাচ্চাদের মালারই পূজা করে। প্রথমে হলো রুদ্র মালা, তারপর বিষ্ণুর মালা তৈরী হয়। একথা কেউই জানে না যে, কার মালা গ্রথিত হয়ে আছে। তারা কেবল মালা জপ করতে থাকে। তোমরা তো এখন ভক্তের মালা আর জপ করবে না। ভক্তরা, তোমরা বাচ্চাদের মালা জপ করো। তোমরা জানো যে - আমাদের বিজয়মালা তৈরী হচ্ছে। এরপর আমরাই নিজেরা আবার পূজারী হয়ে মালা জপ করবো। তোমরা রাজ্যও করো, তারপর আবার তোমরাই গিয়ে প্রথমে মালা জপ করবে। তোমাদের থেকেই আর সকলে ভক্তি করতে শিখবে। তোমরা এই বিশ্বকে স্বর্গ তৈরী করো।

বাবা রাজযোগ শেখান -- যার নাম গীতা রাখা হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রের নাম তো চাই, তাই না। যদিও এই জ্ঞান পপ্রায় লোপ পেয়ে যায় কিন্তু শাস্ত্র তো তৈরী হবে, তাই না।শাস্ত্র তৈরী করে তার নাম গীতা রাখা হয়েছে। ভক্তিমার্গের জন্য গীতা লেখা হয়। ওই গীতা কোনো জ্ঞানমার্গের জন্য লেখা হয় নি। মানুষ গীতা কতো শুনতে থাকে কিন্তু এমন কখনোই বলে না যে, তোমাদের রাজযোগ শেখাই। ওরা বলবে, ভগবান রাজযোগ শিখিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা তাঁর শাস্ত্র বসে পড়াশোনা করি। এখন আমরা ভগবানের সম্মুখে তাঁর দ্বারা সেই গীতা শুনে স্বর্গের মালিক হই। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের একবারই রাজযোগ শিখিয়ে রাজার রাজা বানাতে এসেছি। যতক্ষণ সদ্গতি দাতা না আসবেন, ততক্ষণ ভক্তিমার্গের মহিমা অবশ্যই চলবে। যারা পূর্ব কল্পে এসেছিলো, তারা এসেই এই জ্ঞান শুনবে। অনেকেই এমন তৈরী হবে। সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, তাই কতো আসবে। তাই এই জ্ঞানের বিনাশ হয় না। বিত্তবান প্রজা, সাধারণ প্রজা, পরিচারক - সেবক ইত্যাদিও তো চাই, তাই না। কতো বড় রাজধানী স্থাপন হয়। মানুষ তো জানতেই চায় না যে, কিভাবে সত্যযুগী রাজধানী স্থাপন হয়, এই জ্ঞান যদি জানতে পারে, তবেই তো শোনাবে। মানুষ বাবাকেও ভুলে গেছে। নিরাকার শিব ভগবান উবাচঃ এই না লিখে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ লিখে দিয়েছে। শিব জয়ন্তীর পরে চট্ করে শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী আসে। ওই শ্রীকৃষ্ণ হলেন বৈকুণ্ঠনাথ। ইনি বসে তোমাদের বৈকুণ্ঠনাথ তৈরী করেন। শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ দ্বাপর যুগে

নিয়ে গেছে । ভারতের এই জ্ঞানের সূত্রকে কতো জট পাকিয়ে দিয়েছে । এখন তোমাদের খুব ভালোভাবে ধারণ করে নলেজফুল হতে হবে । দেখতে হবে -- আমি কতো নম্বরে পাস করবো? এখন যদি পাস করতে পারি তাহলে কল্প - কল্পান্তরও পাস করবো । আমাদের গৃহস্থ জীবনেই থাকতে হবে । এমন তো কোথাও হয় না যে, বৃদ্ধ - বৃদ্ধারা, স্ত্রী - পুরুষ, বউ ইত্যাদি সবাই এসে পড়াশোনা করবে । শাস্ত্রও সবাই এমনভাবে পড়ে না । মাতাদের তো বলা হয় -- তোমরা শাস্ত্র পাঠ করবে না । পুরুষরাই শাস্ত্র পাঠ করে পণ্ডিত হতে পারে । এখানে দেখো, কারা পড়াশোনা করে । এখানে কতো বৃদ্ধারা আসে । এ তো আশ্চর্য, তাই না । তোমাদের গৃহস্থ জীবনে থেকে কমল পুষ্প সমান পবিত্র হয়ে রাজযোগ শিখতে হবে । তোমাদের গড ফাদারলী স্টুডেন্ট হতে হবে । এর নামই হলো -- ঈশ্বরীয় ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের কলেজ। ঈশ্বর এখানে ব্রহ্মার দ্বারা পড়াচ্ছেন। ব্রহ্মা কোনো বিষ্ণুর নাভি থেকে নির্গত হনই না । এ তো পরমপিতা পরমাত্মার নাভিই বলা হবে । বীজরূপ তো শিব বাবা, তাই না । তাঁর থেকে ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্কর নির্গত হয়েছে । এই তিনের অর্থই আলাদা - আলাদা । বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো যে - বরাবর বিষ্ণুর সাথে লক্ষ্মীকে রাখা হয় । নরনারায়ণের যে মন্দির আছে সেখানেও তাঁকে চতুর্ভুজ তৈরী করা হয় । নারায়ণ থাকলে তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মী অবশ্যই থাকবে । নর -- নারায়ণ, নারী -- লক্ষ্মী । নরনারায়ণকে চার ভুজা দেওয়া হয় । নারায়ণ আলাদা, আর লক্ষ্মীকে আলাদা তো দুই - দুই হাত দেওয়া চাই। এমন নিয়ম অনুসারে মন্দির বানানো উচিত, কিন্তু বেচারারা নরনারায়ণের মন্দির দেখে কিছুই বুঝতে পারে না । নর - নারায়ণের সঙ্গে লক্ষ্মীকেও দেওয়া হয় । মানুষ দীপমালার সময় মহালক্ষ্মীর পুজো করে । মাতাদের কতো মহিমা । জগদম্বার অনেক মহিমা । অম্বাকে খুব মিষ্টি লাগে কেননা তিনি কুমারী । ইনি হলেন অধর কুমারী । ভারতে কুমারীদের অনেক সম্মান কিন্তু তাদের মহত্ব সম্বন্ধে কেউ জানে না । জগদম্বার অনেক মান। বাবার এতো নয় । বাবা এসে মাতাদের অনেক উঁচুতে বসিয়েছেন। তাই তোমাদের বাহাদুর হওয়া উচিত। সিংহবাহিনী হওয়া প্রয়োজন। তোমাদের উপর অনেক অত্যাচার হবে কিন্তু বাবার যখন হয়েছো, তখন যাই ঘটে যাক না কেন তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয় । পবিত্র হয়ে অবশ্যই উচ্চ পদের অধিকারী হতে হবে । মীরাও তো পবিত্র ছিলেন, তাই না । বাবা কুমারীদের বলেন -- তোমরা বলো, আমরা পবিত্র হয়ে বৈকুণ্ঠের মালিক হতে চাই। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) প্রকৃত উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য চালাক হতে হবে, এই ঈশ্বরীয় পড়াকে খুব ভালোভাবে ধারণ করে নলেজফুল হতে হবে । বাবার সমান মহিমা যোগ্য হতে হবে ।

২) বিজয় মালার শিরোমণি হওয়ার জন্য মায়ার বন্ধনকে ছিন্ন করতে হবে । খুব বাহাদুর হয়ে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে ।

বরদানঃ- ইচ্ছারূপী মৃগতৃষ্ণার পিছনে দৌড়ানোর পরিবর্তে প্রকৃত উপার্জন জমা করে ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা ভব

কোনো কোনো বাচ্চা ভাবে যে, যদি আমরা কোনো লটারী পাই তাহলে যজ্ঞে দান করবো কিন্তু এই অর্থ যজ্ঞে লাগে না । কোনো কোনো সময় ইচ্ছা নিজের হয়, আর বলে যে, লটারী পেলে সেবা করবো কিন্তু এখন তো কোটিপতি হওয়ার অর্থ সদাকালের জন্য কোটিকে হারিয়ে ফেলা । ইচ্ছার পিছনে ছুটে যাওয়ার অর্থ হলো মৃগতৃষ্ণার সমান, তাই প্রকৃত উপার্জন জমা করো, জাগতিক ইচ্ছা থেকে ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হও।

স্লোগানঃ- বিঘ্নকে বিঘ্নের পরিবর্তে খেলা মনে করে চলো তাহলে খেলা হেসে-গেয়ে পাস করে যাবে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;